গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
Gazipur Palli Bidyut Samity-1
ISO 9001:2015 Certified

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার এর কার্যালয়
সদর দপ্তর; চান্দনা, গাজীপুর
টেলিফোন: ০২-৯২৬২৭৮৮, E-Mail: gazipbs@yahoo.com
Web Address: www.pbs1.gazipur.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.৩৩০০.৫৬৯.০১.০৩৮.২৩. ৫৫৭০

তারিখঃ ৩০ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৫ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ 'ট্রান্সফরমারের পোড়া তেল রিফাইন করণের' লক্ষ্যে
পুনঃ কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপনপত্র (RFQ)
কোটেশন নাম্বারঃ ২৬/২০২৩-২০২৪, তারিখঃ ১৫/১১/২০২৩ খ্রিঃ।

প্রতি,
....
....

০১। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, গাজীপুর পবিস-১ এর অনুকূলে সরকারি তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তিনি এর একটি অংশ যোগ্য পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক, যার জন্য এ কোটেশন দলিল জারি করা হয়েছে।

০২। ইচ্ছুক সকল কোটেশনদাতা কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য অভিপ্রেত পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবার বিস্তারিত বিনির্দেশ, ডিজাইন এবং নকশা দপ্তর চলাকালীন সময়ে সকল কার্যদিবসে ক্রয়কারীর দপ্তরে প্রাপ্তিসাধ্য হবে।

০৩। 'কোটেশন দলিল' ব্যবহার করে কোটেশন প্রস্তুত এবং দাখিল করতে হবে।

০৪। কোটেশন যথাযথভাবে প্রস্তুতপূর্বক ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রতিটি পৃষ্ঠা স্বাক্ষর করে ০৬ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে কোটেশন আহ্বানকারীর দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

০৫। কোটেশন দাখিল এবং পণ্য সরবরাহে কোনো জামানত যেমন, কোটেশন জামানত এবং কার্য-সম্পাদন জামানতের (যদি চুক্তি সম্পাদিত হয়) প্রয়োজন হবে না।

০৬। সিলমোহরকৃত খামে আগামী ২১/১১/২০২৩ খ্রিঃ রোজ মঙ্গলবার বেলা ১১:০০ ঘটিকায় বা এর পূর্বে কোটেশন-
(৬.১) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (কেন্দ্রীয় অঞ্চল) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯; অথবা
(৬.২) গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর সদর দপ্তর, চান্দনা, গাজীপুর এ দাখিল করতে হবে।

কোটেশনের খামে 'ট্রান্সফরমারের পোড়া তেল রিফাইন করণের লক্ষ্যে কোটেশন এবং ২১/১১/২০২৩ খ্রিঃ রোজ মঙ্গলবার বেলা ১১:০৫ ঘটিকার আগে খোলা যাবে না' লিখে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। উল্লিখিত সময়ের পরে প্রাপ্ত কোটেশন গ্রহণযোগ্য হবে না।

০৭। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭১ (৪) অনুসারে ক্রয়কারী কোটেশন আহবানের তারিখ হতে দাখিলের জন্য প্রদত্ত সময় অনধিক ১০ (দশ) দিন এর নির্ধারিত সময়সীমা যথাসম্ভব কম বা যুক্তিসংগত করতে পারবেন।

০৮। কোটেশন দাখিলের নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ হতে ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত জন্য সকল কোটেশন বৈধ থাকবে।

০৯। দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের তারিখে প্রাপ্ত কোটেশন প্রকাশ্যে উন্মুক্ত করা হবে না।

১০। যদি চুক্তি সম্পাদন করা হয়, কোটেশনদাতার উদ্ধৃত দর বা মূল্যে মুনাফা ও ওভারহেড এবং সবধরণের কর, শুল্ক ও আব, ফী, লেভি এবং আইনের অধীনে পরিশোধযোগ্য অন্যান্য চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১১। দর টাকায় উদ্ধৃত করতে হবে এবং এ চুক্তির অধীন পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধও টাকায় করা হবে। কোটেশনদাতার প্রস্তাবিত মূল্য, যদি গৃহীত হয়, তবে তা চুক্তিকালীন সময়ে স্থির অংকে থাকবে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১২। কোটেশনদাতার চুক্তি করার আইনগত সক্ষমতা থাকতে হবে। কোটেশনদাতার যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন নম্বর ও ভ্যাট নিবন্ধন নাম্বার এর সত্যায়িত অনুলিপি এবং কোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে আর্থিক সচ্ছলতার সনদ দাখিল করতে হবে। এগুলো ব্যতীত কোটেশন অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

১৩। মূল্যায়ণ কমিটি কোটেশনের সঙ্গে দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলপত্রের ভিত্তিতে কোটেশন মূল্যায়ণ করবে। চুক্তি সম্পাদনের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য কোটেশন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ০৩ (তিন) টি গ্রহণযোগ্য কোটেশনের প্রয়োজন হবে।

১৪। উদ্ধৃত একক দর এবং মূল্যের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে একক দর প্রাধান্য পাবে। কথায় এবং সংখ্যার মধ্যে অসঙ্গতির ক্ষেত্রে কথায় উদ্ধৃত দর/মূল্য প্রাধান্য পাবে। মূল্যায়ণ কমিটি কর্তৃক নির্ণিত গাণিতিক সংশোধন গ্রহণে কোটেশনদাতা বাধ্য থাকবে।

১৫। ক্রয় আদেশ জারীর তারিখ থেকে ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহ সম্পন্ন করতে হবে।

১৬। ক্রয় আদেশ যা সরবরাহকারী এবং ক্রয়কারীর মধ্যে অবশ্য পালনীয় চুক্তিতে বাধ্য করে তা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে জারী করতে হবে।

১৭। ক্রয়কারী সকল কোটেশন বা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

কোটেশন আহবানকারী কমকর্তার স্বাক্ষর

15.11.2023

(মোঃ আবুল বাশার আজাদ)
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
তারিখঃ ১৫/১১/২০২৩ খ্রিঃ
গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, চান্দনা, গাজীপুর।
ফোন নাম্বারঃ ০২-৯২৬২৭৮৮, ই-মেইলঃ gazipbs@yahoo.com

সংযুক্তিঃ ০৬ (ছয়) পাতা।

বিতরণঃ (কার্যার্থে)

০১। ডিজিএম (ছায়াবীথি জোনাল অফিস), গাজীপুর পবিস-১।
০২। সহকারী প্রকৌশলী (এসওডি), বাপবিবো, গাজীপুর।
০৩। এজিএম (অর্থ-হিসাব/ওএন্ডএম), গাজীপুর পবিস-১।
০৪। এজিএম (আইটি), গাজীপুর পবিস-১।-(ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)
০৫। নোটিশ বোর্ড, গাজীপুর পবিস-১।
০৬। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

অনুলিপিঃ (সদয় জ্ঞাতার্থে ও জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। পুলিশ কমিশনার, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, গাজীপুর।
০২। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
০৩। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।
০৪। পুলিশ সুপার, গাজীপুর।
০৫। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, সকল পবিস।
০৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বাপবিবো, ঢাকা।-(ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)
০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো/এলজিইডি/সড়ক ও জনপদ বিভাগ, গাজীপুর।

নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হল।

(মোঃ আবুল বাশার আজাদ)
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

15/11/23

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

G:\RFQ-23-24-All\RFQ-26-TOR-RT-2.docx

কোটেশন দাখিল পত্র

[প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত প্যাড ব্যবহার করুন]

কোটেশন নাম্বারঃ ২৬/২০২৩-২০২৪, তারিখঃ ১৫/১১/২০২৩ খ্রিঃ।

প্রতি,
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
চান্দনা, গাজীপুর।

আমি/আমরা, নিম্ন স্বাক্ষরকারী, পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের শর্তাবলী অনুসারে 'ট্রান্সফরমারের পোড়া তেল রিফাইন করণের' জন্য প্রস্তাব করছি।

আমার/আমাদের কোটেশনের মোট মূল্য টাকা……………………………………………………………………।

আমার/আমাদের কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপনপত্রে (আরএফকিউ) উল্লিখিত সময়সীমা পর্যন্ত বৈধ থাকবে এবং আমি/আমরা এটা মানতে বাধ্য থাকব। বৈধতার মেয়াদ অতিক্রম হওয়ার পূর্বে যে কোনো সময় ইহা গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, আমার/আমাদের আপনার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের আইনগত সক্ষমতা রয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কোনো দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততার দায়ে অযোগ্য ঘোষিত হইনি। এছাড়াও, আমি/আমরা অনুচ্ছেদ-১৯(বি)-তে উল্লিখিত শর্তের বিষয়ে অবগত রয়েছি এবং কোটেশনে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতা বা সরবরাহ সম্পন্ন করার সময় এ ধরণের কাজে জড়িত না হওয়ার অঙ্গীকার করছি।

আমি/আমরা এই কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন (আরএফকিউ) প্রক্রিয়ায় নিজের/নিজেদের নামে অথবা অন্য নামে বা ভিন্ন নামে একটার বেশি কোটেশন দাখিল করিনি। আমি/আমরা অবগত যে আপনাদের জারিকৃত ক্রয় আদেশের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদিত হবে এবং তা মানতে বাধ্য থাকব।

আমি/আমরা [তারিখ লিখুন]……………………………………………তারিখে আপনাদের জারিকৃত কোটেশন প্রদানের অনুরোধজ্ঞাপন (আরএফকিউ) দলিলপত্র পরীক্ষা করেছি এবং এ সম্পর্কে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

আমি/আমরা অবগত যে, আমার/ আমাদের কাছে কোনো দায় ছাড়াই আপনি সকল কোটেশন অথবা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

সিলসহ কোটেশনদাতার স্বাক্ষর
তারিখঃ……………………………খ্রিঃ।

HOKP

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবার মূল্য তফশীল

কোটেশন নাম্বারঃ ২৬/২০২৩-২০২৪, তারিখঃ ১৫/১১/২০২৩ খ্রিঃ।

ক্রঃ নং	আইটেম নাম্বার	আইটেমের বিবরণ	পরিমাণ	একক দর/মূল্য		মোট দর/মূল্য	পণ্য সরবরাহের গন্তব্যস্থান
				অংকে	কথায়	অংকে/কথায়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	০১	ট্রান্সফরমারের পোড়া তেল (যা সেন্ট্রিফিউজ করে ব্যবহার করার উপযোগী নয়) রিফাইন করণ।	৮০ ব্যারেল (প্রতি ব্যারেল =২০৫ লিটার)				গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর স্টোর, ভূরুলিয়া, গাজীপুর।
সরবরাহকৃত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার মোট মূল্য (ভ্যাট ও প্রযোজ্য সব ধরণের ট্যাক্স সহ; নিম্নোক্ত ২ নং নোট দেখুন)					অংকে		
					কথায়		

পণ্য প্রেরণের ঠিকানা	গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর স্টোর, ভূরুলিয়া, গাজীপুর।	
মোট মূল্য *[উপরোল্লিখিত তফশীলের ৮ নম্বর কলামে উল্লিখিত সরবরাহকৃত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য মোট মূল্য লিখুন।]*	টাকায়	
	কথায়	
প্রস্তাবিত সরবরাহ সময়সীমা	.....................................[সপ্তাহ অথবা দিন উল্লেখ করুন] ক্রয় আদেশ জারির তারিখ থেকে।	
প্রদত্ত ওয়ারেন্টি (Warranty)	.....................................[পণ্য সরবরাহ সম্পন্নের তারিখ থেকে সপ্তাহ অথবা দিন লিখুন; প্রযোজ্য না হলে তারিখ বা দিন উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই]	

আমি/আমাদের দ্বারা এই মূল্যর তফশীলের তফশীলে.......................টি সংশোধন যথাযথভাবে অনুস্বাক্ষর করে করা হয়েছে।
আমার/আমাদের প্রস্তাব..(দিন/মাস/বছর) পর্যন্ত বৈধ। [কোটেশনের বৈধতার তারিখ লিখুন]

সিলসহ কোটেশনদাতার স্বাক্ষর	তারিখঃ...খ্রিঃ।
কোটেশনদাতার নামঃ	

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

HoK

আবশ্যিক পণ্যের কারিগরী বিনির্দেশ

ক্রমিক নাম্বার	আইটেম নাম্বার	আইটেমের বিবরণ	পূর্ণাঙ্গ কারিগরী বিনির্দেশ এবং মান	উৎস দেশের নাম	তৈরী এবং মডেল (Make and Model)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	০১	ট্রান্সফরমারের পোড়া তেল (যা সেন্ট্রিফিউজ করে ব্যবহার করার উপযোগী নয়) রিফাইন করণ।	ট্রান্সফরমারের পোড়া তেল (যা সেন্ট্রিফিউজ করে ব্যবহার করার উপযোগী নয়) রিফাইন করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে এবং গাজীপুর পবিস-১ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করতে হবে।		

আমি/আমরা ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমি/আমরা প্রস্তাবিত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পূর্ণভাবে উপরোল্লিখিত কারিগরী বিনির্দেশ এবং মান অনুযায়ী সরবরাহ করব।

সিলসহ কোটেশনদাতার স্বাক্ষর	তারিখঃ..খ্রিঃ।
কোটেশনদাতার নামঃ	

টীকাঃ

১. কলাম ১, ২, ৩ ও ৪ ক্রয়কারী এবং কলাম ৫ ও ৬ কোটেশনদাতা পূরণ করবে।

২. বিনির্দেশ (পূর্ণাঙ্গ বিবরণী) ক্রয়কারী পূরণ করবে। ক্রয়কারীর প্রয়োজনের বস্তুনিষ্ঠ এবং প্রতিযোগিতামূলক দর প্রদানের জন্য একসেট সঠিক এবং স্পষ্ট বিনির্দেশ হলো কোটেশনের পূর্বশর্ত। প্রতিযোগিতামূলক কোটেশনের জন্য পণ্যের কারিগরী বিনির্দেশ (পূর্ণাঙ্গ বিবরণী) সর্বাধিক সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে প্রস্তুত করতে হবে এবং একইসঙ্গে ক্রয়তব্য পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার কারিগরি দক্ষতা, দ্রব্যাদি এবং কার্য-সম্পাদনের মান সুস্পষ্টভাবে বর্ননা করতে হবে। বিনির্দেশে আবশ্যিক যে, পণ্যে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আইটেম, দ্রব্যাদি এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ নতুন, অব্যবহৃত এবং সবচেয়ে সম্প্রতিকতম বা চলতি মডেলের হবে। তার নকশা এবং দ্রব্যাদিতে সব সাম্প্রতিক উৎকর্ষ সন্নিবেশিত হবে।

৩. পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সমূহের কারিগরী বিনির্দেশ (সবিস্তার বিবরণী) ক্রয়কারীর প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জসপূর্ণ হবে যা এ দলিলপত্রে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে। কোটেশনদাতা প্রস্তাবিত পণ্যের তৈরী (Make) ও মডেল (যেমনটি প্রযোজ্য) উল্লেখ করবে এবং অবশ্যই তালিকাবদ্ধ পণ্যের যথাযথ মূল (প্রাপ্তিসাধ্য না হলে অনুলিপি) মুদ্রিত বিবরণ/প্রচারপত্র (Brochures) সংযুক্ত করবে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

HOM

[ক্রেতার নাম ও ঠিকানা এখানে যুক্ত করুন]

পণ্য সরবরাহের জন্য ক্রয় আদেশ

[সরবরাহের সংক্ষিপ্ত নাম লিখুন]

ক্রয় আদেশ নাম্বার__________ তারিখঃ দিন/মাস/বছর।

কোটেশন নাম্বারঃ______________	তারিখঃ দিন/মাস/বছর।
প্রতিঃ [সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা]	
সরবরাহের তারিখঃ......................................খ্রিঃ। [সম্পাদনের তারিখ উল্লেখ করুন]	ক্রয়াদেশকৃত পণ্যের মূল্যঃ....................................টাকা। [চুক্তি মূল্য উল্লেখ করুন]
সরবরাহঃ শর্তানুযায়ী	

নিম্নে তালিকাবদ্ধ পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের জন্য ক্রয়কারী আপনার [তারিখ উল্লেখ করুন].................................. তারিখের কোটেশন গ্রহণ করেছেন এবং পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ কারিগরী বিনির্দেশ মোতাবেক পরিমাণ ও ইউনিটে সংযুক্ত শর্তাবলী অনুযায়ী উপরিউক্ত তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হল।

ক্রয়াদেশকৃত পণ্যসমূহ
পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার অনুমোদিত মূল্য সম্বলিত তফশীলের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করুন। আবশ্যিকীয় পণ্যের অনুমোদিত কারিগরী বিনির্দেশের (সবিস্তার বিবরণী) সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করুন। শর্তাবলীর সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করুন।
ক্রেতার জন্যঃ নাম এবং পদবীসহ ক্রয়কারীর স্বাক্ষর
তারিখঃ.......................................খ্রিঃ।

সংযুক্তি সমূহঃ উপরোক্ত বর্ণনা মোতাবেক।

Hoke

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিশোধের জন্য শর্তাবলী

১. চুক্তির পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য এখানে বর্ণিত শর্তাবলী ক্রয়কারী এবং সরবরাহকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

২. এই শর্তাবলীর প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

৩. ক্রয়-আদেশ জারি হওয়ার ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে সরবরাহকারীকে এই শর্তাবলী অনুযায়ী সর্বোতভাবে সরবরাহ সমাপ্ত করতে হবে।

৪. যদি ক্রয়কারী পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণ করতে বিলম্ব করেন অথবা কোনো দৈব দূর্ঘটনা সংঘটিত হয় অথবা ক্রয়কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত ও রেকর্ডকৃত কারণের ভিত্তিতে সরবরাহকারীর সরবরাহের তফশীলের সময় বর্ধিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

৫. চুক্তির অধীন সকল সরবরাহ পরীক্ষা, পরিদর্শন, পরিমাপ, টেস্টিং, কমিশনিং, তদারকির উদ্দেশ্যে যে কোনো সময় ক্রয়কারী বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট উন্মুক্ত রাখতে হবে।

৬. ক্রয়কারী কারিগরী বিনির্দেশ অনুযায়ী সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা পরীক্ষা ও যাচাই করবে এবং কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে সরবরাহকারীকে জানাবে।

৭. যদি পণ্যে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায় অথবা বিনির্দেশ অনুযায়ী না হয়, ক্রয়কারী সরবরাহকারীকে কারণ উল্লেখপূর্বক যথাযথ নোটিশ প্রদান করে সরবরাহ বাতিল করতে পারবে।

৮. সরবরাহকারী সকল ধরণের ট্যাক্স, শুল্ক, ফি এবং প্রযোজ্য আইনের অধীন এইরকম অন্যান্য লেভি পরিশোধে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ থাকবে।

৯. অন্য কোথাও যাহাই থাকুক না কেন, মূল্য সম্বলীত তফশীল এবং বিনির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটা পণ্যের প্রকৃত সরবরাহের পরিমাণের উপর ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করা হবে। সরবরাহের চালানের জমা এবং গ্রহণের পর পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবার চুক্তি মূল্যের শতভাগ পরিশোধ করা হবে।

১০. সরবরাহকারীর দর বা মূল্যে মুনাফা ও ওভারহেড এবং সব রকমের কর, শুল্ক, লেভি এবং প্রযোজ্য আইনের অধীনে অন্যান্য চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১১. মোট চুক্তি মূল্য টাকা [অংকে]..............................[কথায়]..।

১২. সরবরাহকারী কর্তৃক দাখিলকৃত এবং ক্রয়কারী কর্তৃক গৃহীত সরবরাহ চালানের মাধমে সরবরাহ সমাপ্তির তারিখ হতে সরবরাহকৃত পণ্যের সর্বনিম্ন ওয়ারেন্টি মেয়াদ [মাস উল্লেখ করুন; প্রযোজ্য না হলে 'নেই' উল্লেখ করুন]........................।

১৩. ২০০৮ সালের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালার বিধি ৪০(৫) এর বাধ্যবাধকতা পূরণে সরবরাহকারী দায়বদ্ধ থাকবে।

১৪. সরবরাহকারী পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের সময় ক্রেতাকে কোনো দাবি, তার নিজের, তার শ্রমিক বা কর্মচারী কিংবা ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মী অথবা কোনো তৃতীয় পক্ষের জীবন অথবা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ থেকে ক্রয়কারীকে ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি থেকে দায়মুক্ত রাখবে।

১৫. পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহর কারণে উত্থাপিত কোনো দাবি সরবরাহকারী নিজ খরচ এবং দায়িত্বে নিষ্পত্তি করবে।

১৬. ওয়ারেন্টি (Warranty) সময়সীমার ভেতর সরবরাহ এবং সংস্থাপনের কারণে পণ্যের ক্ষতি হলে, সরবরাহকারী নিজ খরচে সংশোধন করবে।

১৭. কোনো অবস্থাতেই ক্রয়াদেশকৃত পণ্যের পরিধি এবং সরবরাহের পরিমাণের সংশোধন ও পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়।

১৮. ক্রয়কারী প্রয়োজন হলে বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় অনুমোদিত পরিবর্তনগুলি সংযোজন করে পরবর্তীকালে চুক্তির শর্তাবলীর সংশোধন করতে পারবে।

১৯. ক্রয়কারী সরবরাহকারীকে লিখিত নোটিশ প্রদান করে যে কোনো সময় সম্পূর্ণ চুক্তি বা চুক্তির কোনো অংশ বাতিল করতে পারেন; যদি সরবরাহকারী-

ক. সরবরাহের তফশীলের সময় এবং বিনির্দেশ (পূর্ণাঙ্গ বিবরণ) অনুযায়ী পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়।

খ. পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবার প্রতিযোগিতায় বা সরবরাহতে ক্রেতার বিবেচনায় কোনো দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কোন কর্মকান্ডে জড়িত।

গ. চুক্তির অধীনে অন্য কোন বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থ হলে।

২০. এই চুক্তি হতে উদ্ভূত বা চুক্তি সম্পর্কিত অথবা এর ব্যাখ্যা নিয়ে সৃষ্ট সম্ভাব্য সব ধরণের রিরোধ আপোষে মিমাংসার জন্য ক্রয়কারী এবং সরবরাহকারী তাদের সর্বোত্তম সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২১. ২০০৬ সালের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইনের ৬৪ ধারা এবং ২০০৮ সালের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইনের ১২৭ বিধি মোতাবেক দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কর্মকান্ডের বিষয়ে সরবরাহকারী অবগত ও দায়ী থাকবে।

অন্যান্য শর্তাবলীঃ

০১। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের অনুমোদনপত্র, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর সাথে চুক্তিপত্র এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট দরপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

০২। দরদাতা প্রতিষ্ঠানের পবিস সমূহে ট্রান্সফরমারের তেল রিফাইন করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে দরপত্রের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

০৩। অত্র পবিস এর স্টোর হতে কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট ট্রান্সফরমারের তেল বুঝে দেওয়া হবে। কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজ দায়িত্বে তেল পরিবহন করতে হবে এবং রিফাইন শেষে নিজ দায়িত্বে পবিস স্টোরে জমা প্রদান করতে হবে। তেল লোডিং-আনলোডিং এবং পরিবহন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বহন করবেন।

০৪। অত্র পবিস হতে প্রেরণকৃত ড্রাম পরিবর্তন করে নতুন ড্রাম (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ড্রাম ব্যবহার করতে হবে) সরবরাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে পুরাতন প্রতিটি ড্রামের মূল্য বাবদ =৩০০.০০ (তিনশত) টাকা হারে অত্র পবিস কর্তৃক কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় বিল হতে কর্তন করা হবে এবং নতুন সরবরাহকৃত প্রতিটি ড্রামের মূল্য বাবদ কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে অত্র পবিস কর্তৃক =৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা হারে প্রদান করা হবে।

০৫। প্রতি ব্যারেল (২০৫ লিটার) পুরাতন ট্রান্সফরমার তেল রিফাইন করার পর ৮০% তেল টিকতে পারে। রিফাইনকৃত তেলের পরিমান প্রাথমিক রাসায়নিক পরীক্ষান্তে নির্ধারিত হবে।

০৬। রিফাইনকৃত তেল অত্র পবিস এর কর্মকর্তা এবং বাপবিবো'র নিকটতম সিস্টেম অপারেশন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে টেস্ট করা হবে।

০৭। রিফাইন করা তেলের গুনগতমান কমপক্ষে ০১ (এক) বৎসর গ্রহণযোগ্য থাকতে হবে। অন্যথায় নিজ খরচে তেল পুণরায় রিফাইন করে দিতে হবে।

০৮। **কার্যাদেশেরপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সন্তোষজনকভাবে কার্য সম্পাদনের পর রিফাইন করা তেল অত্র পবিস স্টোরে জমা দেওয়ার চালানপত্র ও বিল দাখিল স্বাপেক্ষে নিয়মানুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তন করতঃ একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে। তবে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে ১০% অর্থ দাখিলকৃত বিল হতে কর্তন করে রাখা হবে; যা কার্য সমাপ্ত হওয়ার ০১ (এক) বৎসর পর সরবরাহকৃত মালামালের কোন ত্রুটি না থাকলে ফেরৎ প্রদান করা হবে।**

০৯। অত্র দরপত্র পদ্ধতির আওতায় ক্রয় আদেশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যসম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য ক্রয় আদেশে উল্লিখিত মোট মূল্যের ১% এর ১/১০ অংশ হিসেবে বিলম্ব মাশুল কর্তন করা হবে। তবে কোন অবস্থাতেই কর্তনযোগ্য বিলম্ব মাশুল মোট মূল্যের ১০% এর অধিক হবে না।

১০। বর্ণিত শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন যেকোন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হলে অত্র পবিস কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ক্রেতার জন্য	সরবরাহকারীর জন্য
নাম এবং পদবীসহ ক্রয়কারীর স্বাক্ষর তারিখঃ...................................খ্রিঃ।	নাম এবং পদবীসহ সরবরাহকারীর স্বাক্ষর তারিখঃ...................................খ্রিঃ।